শিশুদের জন্য জাতীয় ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতি ২০১৫

(খসড়া)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচী

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	ভূমিকা	৩-৪
০২	বাংলাদেশে শিশুদের বর্তমান পরিস্থিতি	৪-৫
০৩	শিশুদের জন্য জাতীয় ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতির প্রয়োজনীয়তা ও প্রেক্ষাপট	৫
০৪	আইন ও নীতি কাঠামো	৬-৯
০৫	ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) নীতির স্বরূপ ও পরিধি	৯-১০
০৬	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১০
০৭	মূলনীতি	১০-১১
০৮	মূল নীতির উপাদান ও বাস্তবায়ন কৌশল	১১-২৪
০৯	নীতি বাস্তবায়নের কৌশল	২৪
১০	মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়	২৪
১১	সহযোগী মন্ত্রণালয়	২৫
১২	সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুশীলনে স্বচ্ছতা	২৫
১৩	পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ণ ও গবেষণা	২৬
১৪	আইন ও বিধি প্রণয়ন	২৬
১৫	উপসংহার	২৬

শিশুদের জন্য জাতীয় ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতি ২০১৫

১ . ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্রমঅগ্রগতির ধারায় রয়েছে। ভিশন ২০২১ অর্জনের মাধ্যমে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের শিশু-কিশোররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তারা মেধা ও মননশীলতায় দৃঢ়চেতা, সাহসী ও প্রাণবন্ত এবং সুযোগ পেলে তারাই হবে আগামী দিনের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে প্রবর্তন করা হয় শিশু আইন ১৯৭৪ যা ২০১৩ সালে যুগোপযোগী করা হয়েছে। এ আইনে ১৮ বছরের নীচে সকল মানব সন্তানকেই শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সরকার বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩), জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং জাতীয় শ্রম নীতি ২০১২ প্রণয়ন করেছে। এ সকল উদ্যোগ শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক সুকুমারবৃত্তি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার শিশু বিষয়ক অধিকাংশ সনদ অনুসমর্থনসহ শিশু অধিকার সংক্রান্ত বহু আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দ্বি-পাক্ষিক ঘোষণায় বাংলাদেশ অংশীদার। উপরন্তু, বাংলাদেশ জাতিসংঘের 'শিশু অধিকার ও ব্যবসায় নীতিমালা (সিআরবিপি)' ২০০৯ সালে স্বাক্ষর করেছে।

সরকারের পাশাপাশি উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী সমাজ নিজ নিজ উদ্যোগে শিশু-কিশোরদের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এতদসত্বেও সুবিধাবঞ্চিত ও শ্রমজীবী শিশু-কিশোররা এখনও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও কারিগরি শিক্ষার অধিকার থেকে পিছিয়ে আছে। সরকারের একার পক্ষে এসব শিশু-কিশোরদের উন্নয়ন সাধন দুরূহ। শিশুদের সমাজে টিকে থাকা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সরকার, উদ্যোক্তা শ্রেণী, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায়ী সমাজ, সুশীল সমাজ এবং সামাজিক সংগঠনগুলোর সংঘবদ্ধভাবে কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান সব উদ্যোগ সামাজিক দায়বদ্ধতা কাঠামোয় সমন্বিত করে দীর্ঘমেয়াদী টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে "শিশুদের জন্য জাতীয় সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতি ২০১৫" চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে।

এ নীতি সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যবসা ও শিল্প পরিচালনায়, সাপ্লাই চেইনে, উৎপাদন, বিপণন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শিশু কল্যাণকর কর্মসূচি গ্রহণ ও

ব্যবসায়িক কৌশল প্রণয়নে সহায়তা করবে। উপরন্তু এ নীতি আন্তর্জাতিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান দায়বদ্ধতা ও অতীত অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে ভবিষ্যত কর্মসূচী প্রণয়নে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। এ নীতি সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সকল স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণের পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত ও শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কারিগরী দক্ষতা ও জীবনমান উন্নয়নে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিক তৈরির পাশাপাশি ব্যবসায়ী সমাজের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হবে যা সামগ্রিক ব্যবসা উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

শিশু-কিশোরদের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এ নীতির কিছু মৌলিক বিষয় বাধ্যতামূলক এবং অন্যান্য বিষয় ঐচ্ছিক বা অনুপ্রেরণামূলক হিসেবে বাস্তবায়িত হওয়া আবশ্যক। সরকার প্রয়োজনে এ নীতির আলোকে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পারস্পরিক দায়বদ্ধতা ও সুযোগ সুবিধাগুলোকে নিশ্চিত করতে পারবে।

২ . বাংলাদেশে শিশুদের বর্তমান পরিস্থিতি ঃ

বাংলাদেশে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই শিশু-কিশোর। আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি অর্জন সত্ত্বেও শিশু-কিশোরদের উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছে। এ সকল শিশু-কিশোর মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বাসস্থান, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা থেকে পিছিয়ে আছে। দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশুশ্রম বিদ্যমান। যে বয়সে একটি শিশুর বই, খাতা, পেন্সিল নিয়ে স্কুলে আসা যাওয়া, সহপাঠীদের সাথে খেলাধূলা করার কথা, সে বয়সে তাদের নেমে পড়তে হয় জীবিকার সন্ধানে। আর্থসামাজিক কারণে এ সকল শিশু-কিশোর শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতার অভাবে বাধ্য হয়েই বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমে নিয়োজিত হয় যা অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ। শ্রমজীবী শিশু-কিশোররা যে সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত, সে সকল প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সরবরাহ প্রক্রিয়ায় জড়িত।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের সন্তানরাও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে জীবন যাপন করে। মা-বাবা যখন কাজে থাকে তখন ছোট্ট শিশুটি অরক্ষিত থাকে, যার ফলে নানা দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। আবার ছোট শিশুদের দেখভাল করার জন্য পরিবারের অপেক্ষাকৃত বড় শিশুটি দায়িত্ব

পালন করে, যা প্রকারান্তরে তার শিক্ষা, বিনোদন, বিকাশ ও সুন্দর ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে।

বিদ্যালয় থেকে শিশু-কিশোরদের ঝরে পড়া, অনিয়মিত উপস্থিতি এবং পিতা-মাতার অসচেতনতা ও সামর্থের অভাব মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার অন্তরায়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের সন্তান ও শ্রমজীবী শিশু-কিশোররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরাপদ স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করে সঠিকভাবে পুষ্টি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ও রোগব্যাধি মোকাবেলায় সচেতন ও সক্ষম নয়। উপরন্তু, এ সকল সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোর পরিবার, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে নানাভাবে যৌন হয়রানি, শোষণ ও নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে। এছাড়াও বন্যা, সাইক্লোন, টর্নেডোসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অনেক শিশু-কিশোরের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

৩ . শিশুদের জন্য জাতীয় ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতির প্রয়োজনীয়তা ও প্রেক্ষাপট ঃ
বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচন, মানব উন্নয়ন এবং অসমতা দূরীকরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। রূপকল্প '২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ সকল বিষয় অগ্রাধিকার পেয়েছে। সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী সমাজ সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে । এ সকল উদ্যোগ মূলত দয়া-দাক্ষিণ্য বা দান হিসেবে বিবেচিত। এ ধরনের ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা শিশু-কিশোরদের কাঙ্খিত ও টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারছে না। এ প্রেক্ষাপটে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর আওতায় ব্যবসায়ী সমাজের সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন, যা একটি দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরিতে অবদান রাখবে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে শিশু অধিকার সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শিশুশ্রম নিরসন অত্যন্ত দুরূহ। এ নীতি শিশুশ্রম নিরসনে ও শিশু-কিশোরদের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারের গৃহীত অন্যান্য নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্যবসায়ী সমাজের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

৪. আইনগত ও নীতি কাঠামো ঃ

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৯৭১ সনে গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭৪ সনে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। সমাজের সর্বক্ষেত্রে আইন ও নীতির মাধ্যমে এ দেশ পরিচালিত হয়। দেশের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় রয়েছে একটি শক্তিশালী আইনগত কাঠামো। শিশু-কিশোর বিষয়ক দেশে বিদ্যমান আইন ও নীতিসমূহ - (ক) সাংবিধানিক কাঠামো **(Constitutional framework),** (খ) আইনগত কাঠামো **(Legal/legislative framework),** (গ) নীতিগত কাঠামো **(Policy framework),** (ঘ) আন্তর্জাতিক আইন কাঠামো **(International legal framework) - এর আওতায় বিধৃত করা যায়।**

(ক) সাংবিধানিক কাঠামো ঃ
পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেরও সর্বোচ্চ আইন হচ্ছে আমাদের সংবিধান। এ সংবিধানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিশুদের বিষয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন নীতি ও নির্দেশনার কথা বিধৃত হয়েছে। "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি" সমূহ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবেশিত আছে। এ ভাগের ১১ অনুচ্ছেদে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পাশাপাশি মানবসত্তার মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১৫ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষার দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত শ্রমজীবী শিশুদেরকে ভবিষ্যত উৎপাদনের চালিকাশক্তিরূপে বিবেচনা করে তাদের ক্রমবৃদ্ধিসাধনের বিষয় প্রতিভাত হয়। নির্ধারিত বয়স পর্যন্ত সব শিশু-কিশোরকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের লক্ষে রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে ১৭ অনুচ্ছেদে। ১৯ অনুচ্ছেদে সব শ্রেণীর নাগরিকদেরকে সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ সুবিধাদান নিশ্চিত করার তাগিদ দেয়া হয়েছে, যা শ্রমজীবী শিশুদেরকে সম্ভাব্য সুযোগ প্রদানের জন্য নির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে নাগরিকদের "মৌলিক অধিকার" সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ ও বাস্তবায়নের আবশ্যকতার কথা সংযোজিত হয়েছে। এ অধ্যায়ের ২৮ অনুচ্ছেদে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের বৈষম্য প্রদর্শন না করার নীতিকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা সত্বেও এ অনুচ্ছেদের (৪) উপ-অনুচ্ছেদ শিশুদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করার দায়িত্ব প্রদান করেছে। বাংলাদেশের এসব সাংবিধানিক

অনুশাসন ও নির্দেশনা বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, সুবিধাবঞ্চিত শ্রমজীবী শিশুদের কল্যাণে রাষ্ট্রের গৃহীত কার্যক্রমের পরিপূরক হিসেবে শিশুদের জন্য জাতীয় সামাজিক দায়বদ্ধতার নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

(খ) আইনগত কাঠামো ঃ

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন আইন ও নীতিতে শিশুদের বয়স, অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিধান রয়েছে। কেননা, আইন ও নীতিসমূহের উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন কৌশলের পার্থকের কারণে এরূপ ভিন্নতা তৈরী হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার এ দেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ভিন্নতা তৈরীতে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। তথাপি শিশুদের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রনিধানযোগ্য আইন বিবেচনায় নেওয়া আবশ্যক। শিশুদের বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনে পার্থক্য থাকা সত্বেও শুধুমাত্র শিশু হিসেবে বয়স নির্ধারণে প্রধান বিবেচ্য আইন হচ্ছে- "বাংলাদেশ শিশু আইন ২০১৩"। এ আইনের বিধান অনুযায়ী অনূর্ধ ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকল মানব সন্তানই হচ্ছে - শিশু । শ্রম ও শিল্প সম্পর্কিত বিষয়ে বাংলাদেশের মৌলিক আইন হচ্ছে -"বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬"। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আইন প্রণেতাগণ এ আইনে শিশুকে - শিশু ও কিশোর দুটি ভাগে বিভক্ত করে ১২ থেকে অনুর্ধ ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বেশ কিছু শর্ত সাপেক্ষে তাদেরকে কর্মে নিযুক্ত হওয়ার বিধান সন্নিবেশিত করেছে। বিদ্যমান বাস্তবতা বিবেচনায় আলোচ্য নীতিমালার ক্ষেত্রে শিশুর বয়স বুঝাতে অনুর্ধ ১৮ বছর বয়সকেই বুঝায়। এ দেশের আরো কিছু সংখ্যক আইন ও নীতিতে শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের উদ্দেশ্যে বিধান ও নির্দেশনা রয়েছে। তাই অত্যন্ত সংগত কারণে শিশুদের জন্য জাতীয় ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের মৌলিক ও আইনগত অধিকার ও প্রয়োজনসমূহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিশুদেরকে ভবিষ্যতের দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার অভিপ্রায়ে শিশুদের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতি প্রণয়নে এ দেশের বিদ্যমান আইনী কাঠামোকে বিবেচনায় নেওয়া হয়।

(গ) নীতিগত কাঠামো ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার আওতায় নানাধরনের নীতিমালা রয়েছে। এসব নীতিমালার মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক নীতিমালা আংশিক বা

পুরোপুরিভাবে শিশু অর্থ্যাৎ শ্রমজীবী শিশু ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত। তম্মধ্যে- জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২, শিশুশ্রম নিরসননীতি ২০১০, জাতীয় শিশুনীতি ২০১১, জাতীয় খাদ্যনীতি ২০০৬, জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১০, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ ইত্যাদি প্রণিধানযোগ্য। এসব নীতিমালার মধ্যে তিনটি নীতিমালা- (১) শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ (২) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং (৩) জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ শিশুদের জন্য জাতীয় ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতি প্রণয়নে প্রত্যক্ষভাবে দিক নির্দেশক হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

(ঘ) আন্তর্জাতিক আইন কাঠামো ঃ

স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকে আন্তর্জাতিক রীতি-নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ১৯৭১ সনের শেষ পর্যায়ে স্বাধীনতা লাভের অব্যাবহতি পর হতেই জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের প্রচেষ্টার প্রেক্ষাপটে ১৯৭৪ সনে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। এ সদস্যপদ লাভের পূর্বেই ১৯৭২ সনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ জাতিসংঘ ও এর বিভিন্ন অংগ সংগঠন ও সংস্থার বিভিন্ন কনভেনশন, ট্রিটি ও প্রটোকল অনুসমর্থন, অনুমোদন ও স্বাক্ষর করেছে। যার ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক আইন ও বিধি-বিধানের পরিধিতে বাংলাদেশের যথেষ্ট বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে শিশুদের অধিকার রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি সমূহ এদেশের আইন ও নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

উল্লেখ্য যে মানবাধিকার রক্ষার্থে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়িক পরিমন্ডলে মানবাধিকার কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য "Guiding Principles on Business and Human Rights প্রণয়ন করেছে। এ Guiding Principles গুলো তিনটি মূল ভিত্তিকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। যা হচ্ছে - (ক) জাতিসংঘের অন্তর্ভূক্ত রাষ্ট্রগুলো অবশ্যই মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাকে সম্মান, সুরক্ষা ও বাস্তবায়ন করবে, (খ) সকল শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমাজের বিশেষায়িত অংগ হিসেবে তাদের সকল কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আইন

ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাশীল হবে এবং (গ) মানবাধিকারের প্রয়োজনীয়তা ও বাধ্যবাধকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথ এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ Guiding Principles গুলো আকার, খাত, অবস্থান, মালিকানা এবং কাঠামোভেদে জাতিসংঘের সদস্যভূক্ত সকল রাষ্ট্র, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মেনে চলবে। শিশুদের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতি প্রণীত হচ্ছে উপরোক্ত ভিত্তির উপর নির্ভর করে।

৫ . ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) নীতির স্বরূপ ও পরিধি ঃ

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিশ্বায়নের এ যুগে সিএসআর হচ্ছে একটি বহুল আলোচিত ও জনপ্রিয় বিষয়। ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্নভাবে বিধৃত হয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ধারণা হচ্ছে "দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক মূল্যবোধ যার মূল ভিত্তি হচ্ছে জনগোষ্ঠী, প্রকৃতি ও মুনাফা"। সামাজিক দায়বদ্ধতা চর্চার ক্ষেত্রে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাপ্লাই চেইনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ নীতিতে শিশুকেন্দ্রিক ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সাপ্লাই চেইনকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে ঃ

"শিশুদের জন্য ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা হলো আইন ও আর্থিক বিষয়াবলীর পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলতা যার দ্বারা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য অনুসরণে সমাজ তথা শিশু-কিশোরদের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নয়নের লক্ষে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা"।

শিশুদের জন্য জাতীয় ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে প্রযোজ্য হবে। এ সংজ্ঞায় শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আকার, খাত, অবস্থান, মালিকানা এবং কাঠামো নির্বিশেষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা পরিচালনা অন্তর্ভূক্ত হবে। এছাড়া সমাজে বিদ্যমান ও প্রচলিত সামাজিক দায়বদ্ধতা চর্চা ব্যক্তি, সমাজ এবং গোষ্ঠী পর্যায়ে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমসমূহকে উৎসাহিত করবে।

"সাপ্লাই চেইন হলো শিল্প ও ব্যবসা পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত কাঁচামাল আহরণ, উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়া এবং ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহ পর্যন্ত সকল স্তরের ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক কার্যক্রম যা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও বাইরে বিদ্যমান"।

শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক খাত যা মূল ব্যবসা পরিচালনা ও মুনাফা অর্জনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয় কিন্তু উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দকে সুবিধা দিয়ে থাকে তাদেরকে উক্ত সংজ্ঞায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ।

৬ . লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ক. শিশু-কিশোরদের দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতাকে উৎসাহিত করা।

খ. প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রের শিশু-কিশোরদের জন্য একই মানের সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

গ. বর্তমানে ভিন্নভিন্ন ভাবে চলমান সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম সমন্বিত করা।

ঘ. শিশু-কিশোরদের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসায়ী সমাজের সাথে রাষ্ট্র ও জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক অংশীদারিত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ঙ. সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশু বিষয়ক জাতীয় আইন ও নীতিসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা করে শিশু-কিশোরদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।

৭ . মূলনীতি ঃ

ক. শিশু-কিশোরদের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী সমাজের অবদান রাখা।

খ. শিশু-কিশোরদের জন্য কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা।

গ. সকল ব্যবসায়িক ও উৎপাদনমুখী কার্যাবলী এবং ব্যবসায়িক সম্পর্কসমূহের কার্যক্রমে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য অবদান রাখা।

ঘ. সকল ব্যবসায়িক ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রম এবং সুযোগ সুবিধায় শিশু-কিশোরদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ঙ. শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদানে অবদান রাখা।

চ. ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীর সন্তানদের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে শিশু-কিশোর অধিকার পূরণে সচেষ্ট হওয়া।

ছ. জরুরী ও দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগপরবর্তী সময়ে শিশু-কিশোরদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসন করা।

জ. ব্যবসায়িক ও উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধী, বিশেষভাবে অনগ্রসর, পথশিশু ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮ . মূলনীতির উপাদান ও বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ ঃ

ক. শিশু-কিশোরদের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী সমাজের অবদান রাখা ঃ দেশের উন্নয়নে শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষার মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বিত প্রয়াস একান্ত কাম্য। পণ্য ও সেবার উৎপাদন, বিপণন ও চূড়ান্ত ভোগ পর্যন্ত সকল ধাপ শিশু-কিশোরদের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। শিশু-কিশোরদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে সামাজিক দায়বদ্ধতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

মূল উপাদানসমূহ ঃ

ক.১ শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব পরিসীমার মধ্যে ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের "প্রারম্ভিক শিশু উন্নয়ন ও বিকাশ" কর্মসূচি পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ক.২ কর্মস্থলে শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের মায়েদের জন্য একটি উপযোগী কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করবে।

ক.৩ শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ থেকে অংশীদারদের চিহ্নিত করে শিশু-কিশোরদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা সহায়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে।

ক.৪ শ্রমজীবী ও ঝরে পড়া শিশু-কিশোরদের জন্য আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করবে।

ক.৫ শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুন্নত/প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশু-কিশোরদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবে। তারা স্থানীয় পর্যায়ে অনগ্রসর শিশুদের মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করবে এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

ক.৬ শিশু-কিশোরদের স্ব স্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

কৌশলগত সুযোগ-সুবিধাসমূহ ঃ

- শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিসীমার মধ্যে শিক্ষা উদ্যোগের ফলে কর্মীদের মধ্যে এক ধরণের মানসিক প্রশান্তি বিরাজ করবে যা উৎপাদনের গুণগত ও সংখ্যাগত মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
- কর্মীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পাবে যা অধিকতর উৎপাদনে সহায়ক কর্ম পরিবেশ তৈরী করবে।
- কর্মীদের সন্তানদের জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত হলে শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কর্মী স্থানান্তর কমে যাবে।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে যা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
- স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
- বেসরকারী সংস্থাসমূহ
- ব্যক্তি মালিকানাধীন/প্রতিষ্ঠান

খ. শিশু-কিশোরদের জন্য কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা ঃ বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে যেখানে শিল্পখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দেশের শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা একান্ত প্রয়োজন। অনেক উন্নত দেশেই দ্বৈত কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান যেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শিশু-কিশোরদের সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার দায়িত্ব বহন করে। শিক্ষা চলাকালীন সময়ে শিশু-কিশোররা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহযোগিতাও পেয়ে থাকে, যা দ্বারা তারা নিজের ও পরিবারের খরচ যোগায়। এতে পরিবার যেমন শিশু-কিশোরদের কারিগরী শিক্ষা প্রদানে আগ্রহী হয় তেমনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

মূল উপাদানসমূহ ঃ

খ.১ বিদ্যমান কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিল্পায়নের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে প্রত্যাশাপূরণে সক্ষম হচ্ছে না। এ প্রত্যাশা পূরণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ নীতি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রয়োজনভিত্তিক পারস্পরিক সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্বের দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

খ.২ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বৈশ্বিক চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে বিধায় তারা জানে আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় বাজারে কী ধরনের যন্ত্রপাতি, কারিগরী দক্ষতা ও দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুশীলনের মাধ্যমে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুগোপযোগী কৌশলগত সহযোগিতা প্রদান করতে পারে।

খ.৩ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সহায়তা করতে পারে। এ বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদ্যমান দক্ষ শ্রমিকের অভাব পূরণে সক্ষম হবে। অন্যদিকে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও শ্রমজীবী শিশু-কিশোররা একটি উন্নত ও সম্মানজনক কাজের সুযোগ পাবে।

খ.৪ "কাজের মাধ্যমে শেখা" বর্তমান বিশ্বে একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি যা দক্ষতা উন্নয়নের একটি প্রধান নিয়ামক। বাংলাদেশে পনের বছরের উর্দ্ধে এবং আঠার বছরের নীচে কিশোরদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষানবিশি হতে পারে কারিগরী প্রশিক্ষণেরই একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ যার বিধান বাংলাদেশ শ্রম আইনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। এ পদ্ধতি সুবিধাবঞ্চিত ও শ্রমজীবী কিশোরদের কারিগরী প্রশিক্ষণে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

খ.৫ কারিগরী প্রশিক্ষণ শেষে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রম আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুবিধাবঞ্চিত কিশোরদের জন্য শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

খ.৬ কারিগরী শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের অসচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এক্ষেত্রে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে।

খ.৭ এ নীতি "জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল" এবং "জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ কাউন্সিল" এর মধ্যে একটি ফলপ্রসূ যোগসূত্র স্থাপন করবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় উভয় কাউন্সিলের মধ্যে সমন্বয় সাধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কৌশলগত সুযোগ-সুবিধা ঃ

- কিশোরদের জন্য শিক্ষানবিশি ব্যবস্থা, বয়স উপযোগী সম্মানজনক চাকুরি প্রদান, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের ফলে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সুনাম বৃদ্ধি পাবে ।
- দক্ষ জনশক্তি তৈরী ও নিয়োগের ফলে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের পরিমান ও গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।
- শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিশুদের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করবে যার ভিত্তিতে তাদের বার্ষিক কর মওকুফসহ আইন সম্মত অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে।

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ঃ

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

- শিল্প মন্ত্রণালয়
- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- অর্থ মন্ত্রণালয়
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
- ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
- বেসরকারী সংস্থা

গ. সকল ব্যবসায়িক ও উৎপাদনমুখী কার্যাবলী এবং ব্যবসায়িক সম্পর্কসমূহের কার্যক্রমে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য অবদান রাখা ঃ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত উৎপাদন ও বিপণনে পরস্পর নির্ভরশীল। শিশুরা আর্থ-সামাজিক কারণে মূলতঃ অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমখাতে নিয়োজিত হচ্ছে যা তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অন্তরায়। এসব শ্রমজীবী শিশুকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত থেকে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে প্রবেশাধিকার প্রদানে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে যা দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক।

মূল উপাদানসমূহ ঃ

গ.১ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের বয়স্ক শ্রমিক, কর্মচারী, শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০, প্রাসঙ্গিক আইএলও কনভেনশন এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচী পরিচালনা করবে।

গ.২ রাষ্ট্র প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতের জন্য 'সাপ্লাই চেইনের' উল্লেখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী আইন বা বিধি প্রণয়ন করবে যা সকল খাতে প্রযোজ্য হবে। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানগুলো এ সংজ্ঞা অনুযায়ী দায়িত্বশীল ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে সমাজ থেকে শিশুশ্রম নিরসনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

গ.৩ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কাজ করবে।

গ.৪ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী শিশু-কিশোরদের উপযোগী কাজের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি কারিগরী ও জীবন-দক্ষতার প্রশিক্ষণ দিয়ে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

গ.৫ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও আইনানুযায়ী আচরণবিধি যেমন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, বীমা, ছুটি ইত্যাদি বিষয়াদি ব্যবসায়িক নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত ও বাস্তবায়ন করবে।

গ.৬ কর্মচারী ও শ্রমিকদের সন্তানদেরকে শ্রমে নিয়োজিত করার পরিবর্তে বিদ্যালয়ে প্রেরণে উদ্বুদ্ধ করতে প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ ব্যবসায়িক নীতিমালায় নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে।

কৌশলগত সুযোগ-সুবিধাঃ

- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর ব্যবসায়িক সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে ।
- প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি সমতা-ন্যায় ভিত্তিক ও দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করবে যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসায়ের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
- শিল্প মন্ত্রণালয়
- আইন মন্ত্রণালয়
- স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- অর্থ মন্ত্রণালয়
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
- ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
- বেসরকারী সংস্থা
- ট্রেড ইউনিয়ন

ঘ. সকল ব্যবসায়িক ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রম এবং সুযোগ সুবিধায় শিশু-কিশোরদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ঃ শিশু-কিশোরদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ নীতি উৎপাদন, বিপণন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন থেকে সুরক্ষায় শিশু-কিশোরদের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র গঠনে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

মূল উপাদানসমূহ ঃ

ঘ.১ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ পণ্য উৎপাদন, বিপণন, প্রচারণা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় শিশু-কিশোরদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম সনাক্ত করবে।

ঘ.২ অনেকক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এ ব্যবসায়িক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিশু সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

ঘ.৩ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো কিশোরদের শিক্ষানবিশ কালে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টিতে উদ্যোগী হবে। এক্ষেত্রে তারা সংশ্লিষ্ট আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজস্ব শিক্ষানবিশ গাইডলাইন তৈরি করতে পারে।

ঘ.৪ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো মহিলা শ্রমিকদের ক্ষমতায়নের জন্য ব্যবসায় উদ্যোগ, নেতৃত্ব উন্নয়ন, আচরণবিধি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে যা শিশু-কিশোরদের সুরক্ষায় অবদান রাখবে।

কৌশলগত সুযোগ-সুবিধা ঃ

- নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টির ফলে শ্রমজীবী বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে কাজের ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে।
- শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সচেতন হবে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সকলের মানসিক প্রশান্তি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে যা ব্যবসা প্রসারে সহায়ক হবে।

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
- শিল্প মন্ত্রণালয়
- আইন মন্ত্রণালয়
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
- ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
- বেসরকারী সংস্থা
- ট্রেড ইউনিয়ন

ঙ. **শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদানে অবদান রাখা ঃ** শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাপ্লাই চেইনে কর্মরত অনেক শিশু-কিশোর যথাযথ স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ পায় না। "পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি" সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে তারা ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। প্রতিষ্ঠানগুলো এ সকল সুবিধাবঞ্চিত ও শ্রমজীবী শিশু-কিশোরের উন্নত স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদানে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

মূল উপাদানসমূহ ঃ

ঙ.১ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিসীমায় বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত ও শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য প্রদানের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ঙ.২ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত শিশু-কিশোরদেরকে "পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা করবে।

ঙ.৩ শ্রমজীবী শিশু-কিশোর বিশেষ করে কিশোরীদের জন্য পৃথক স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ও নিরাপদ পানি সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়াদি স্ব স্ব ব্যবসায়িক নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ঙ.৪ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো অনগ্রসর এলাকায় উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষে চলমান কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে, যা থেকে শ্রমজীবী শিশুসহ সমাজের সকল ধরণের সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা উন্নত স্বাস্থ্য সেবা পাবে।

কৌশলগত সুযোগ-সুবিধা ঃ

- "পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি" বিষয়ে জ্ঞানলব্ধ কর্মী পাওয়ার ফলে কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাস পাবে, যা উৎপাদনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
- সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী শ্রমজীবী কিশোররা কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত হবে যা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
- শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিসীমার ভিতরে ও বাইরে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হবে, যা পণ্য উৎপাদন ও বিপণনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।
- প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারী, কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে সাধারণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি চর্চা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত হবে যা কর্মক্ষেত্রে কর্মীর উপস্থিতি নিয়মিত করে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে ।

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
- শিল্প মন্ত্রণালয়
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
- সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
- বেসরকারী সংস্থা
- ট্রেড ইউনিয়ন

চ. **শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মীর সন্তানদের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে শিশু-কিশোর অধিকার পূরণে সচেষ্ট হওয়া ঃ** শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের সকল ধাপেই শ্রমিকদের শ্রম জড়িত হলেও অনেকাংশে তাদের সন্তানরাই লেখাপড়া, কারিগরী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা থেকে পিছিয়ে আছে। শ্রমিকরা উপার্জিত অর্থের সিংহভাগই জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য হয়। ফলে তারা তাদের সন্তানদের উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারে না। সুতরাং শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিশু অধিকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও বাস্তবায়নে সহায়তার মাধ্যমে শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে।

মূল উপাদানসমূহ ঃ

চ.১ কর্মীদের সন্তানদের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নে বিদ্যমান সুবিধাদির বাইরেও প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন, পুষ্টি ও কারিগরী প্রশিক্ষণসহ দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করে স্ব স্ব ব্যবসায়িক নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

চ.২ প্রতিষ্ঠানসমূহ শিশু-কিশোর বান্ধব উৎপাদন ও পণ্য বিপণন পরিবেশ সৃষ্টি করবে যাতে কোন শিশু- কিশোর বৈষম্যের সম্মুখীন না হয়।

চ.৩ প্রতিষ্ঠানসমূহ পণ্য উৎপাদন পরিকল্পনা থেকে ভোগ পর্যন্ত উৎপাদন চক্রের প্রতিটি ধাপে শিশু অধিকারকে সমুন্নত রাখবে।

চ.৪ প্রতিষ্ঠানের সকল প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা শিশুদের জন্য সহজলভ্য ও সহজগম্য করবে।

কৌশলগত সুযোগ সুবিধা ঃ

- শিশু অধিকার সংরক্ষণের ফলে উৎপাদিত পণ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে সমাদৃত হবে যা পণ্য বিপণনে সহায়ক হবে।
- শ্রমিকদের সন্তানের কল্যাণে পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রতিষ্ঠানের সাথে শ্রমিকদের সম্পৃক্ততা ও আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে যা কর্মক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ঃ

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
- শিল্প মন্ত্রণালয়
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
- সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
- বেসরকারী সংস্থা
- ট্রেড ইউনিয়ন

ছ. **জরুরী ও দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগপরবর্তী সময়ে শিশু-কিশোরদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসন করাঃ** যে কোন দুর্যোগ ও দূর্ঘটনায় নারী ও শিশুরা তুলনামুলভাবে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এ সময়ে তাদের অন্ন, বস্ত্র ও নিরাপদ বাসস্থানের পাশাপাশি সুরক্ষা প্রদান অত্যন্ত প্রয়োজন। শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ দুর্যোগ ও দূর্ঘটনায় নিজেদের প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয় কৌশল তাদের ব্যবসায় নীতিতে অন্তর্ভূক্ত করবে।

মূল উপাদানসমূহ ঃ

ছ.১ যে কোন দুর্যোগ ও দূর্ঘটনা মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের পরিসীমার বাইরে সাধারন জনগণকে শিশু-কিশোর সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করবে।

ছ.২ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ যে কোন দুর্যোগকালীন সময়ে সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপে সহায়তা প্রদানকল্পে যথাযথ নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করবে।

ছ.৩ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত শিশু-কিশোরদের কল্যাণে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

কৌশলগত সুযোগ সুবিধা ঃ

- শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদেরকে দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ পাবে যা ক্রেতার কাছে প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবে এবং পণ্য বিপণনে সহায়ক হবে।
- এ চর্চার মাধ্যমে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও শ্রমিকদের মধ্যে যে কোন দুর্যোগ ও এর পূর্বসতর্কতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে।

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- ত্রাণ, পূনর্বাসন ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
- সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
- বেসরকারী সংস্থাসমূহ

জ. **ব্যবসায়িক ও উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধী, বিশেষভাবে অনগ্রসর, পথশিশু ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ঃ** শিশু-কিশোররা সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নয়নে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুতরাং সকল শিশু-কিশোরের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী, বিশেষভাবে অনগ্রসর, পথশিশু ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশু-কিশোরদের উন্নয়নের মূল স্রোত ধারায় সম্পৃক্ত করে বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ এসকল শিশু-কিশোরের উন্নয়নের লক্ষে নিজস্ব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে।

মূল উপাদান সমূহ ঃ

জ.১ প্রতিবন্ধী শিশুসহ সমাজের সকল অনগ্রসর শিশু-কিশোরকে সমাজের মূল উন্নয়ন ধারায় অন্তর্ভূক্ত করার লক্ষ্যে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব স্ব ব্যবসায়িক কৌশলে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের বিকল্প ও উদ্ভাবনী উপায় বের করবে।

জ.২ পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবস্থাপনায় এসকল শিশু-কিশোরের সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণ করবে ।

কৌশলগত সুবিধাসমূহ ঃ

- এসকল শিশু-কিশোরের কল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপ প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। এসকল পদক্ষেপ প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও শ্রমিকদের মধ্যে মানসিক প্রশান্তি সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে ।

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
- ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
- বেসরকারী সংস্থাসমূহ

৯. নীতি বাস্তবায়নের কৌশল ঃ

- রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সুশীল সমাজ, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সমন্বয়ে জাতীয় পর্যায়ের একটি স্বতন্ত্র "শিশুদের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা বাস্তবায়ন কাউন্সিল" গঠন করবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ কাউন্সিল পরিচালনার জন্য একটি কর্মপরিধি প্রণয়ন করবে।
- এ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি "জাতীয় কর্মপরিকল্পনা" প্রণয়ন করবে।
- এ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে পারে যা এ নীতির মূল উদ্দেশ্য পারস্পরিক অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করবে।
- শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক আইন-কানুন অনুসরণের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা চর্চা করতে পারে।
- এ নীতি রাষ্ট্রের অন্যান্য সংগঠন বা সরকারের অন্য কোন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত "ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতি" বা কর্মকাঠামোর পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত হবে।
- এ নীতি রাষ্ট্রে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতের জন্য প্রযোজ্য হবে।
- সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এ নীতি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
- এ নীতি বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করবে।
- ব্যবসায়িক কার্যক্রম বা কৌশলে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে সরকারী ও ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগসমূহকে সমন্বিত করার ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
- এ নীতি বাস্তবায়নে রাষ্ট্র প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারবে।

১০. মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় ঃ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ নীতির বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে।

১১ . সহযোগী মন্ত্রণালয় ঃ

শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ডাকওটেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ নীতি বাস্তবায়নে সহযোগী হিসেবে কাজ করবে। এছাড়াও প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করা যাবে।

১২ . সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুশীলনে স্বচ্ছতা ঃ

এ নীতি সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর, শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। সে প্রেক্ষাপটে এ নীতি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলে আন্তরিক হবেন এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখবেন।

ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের অধিকার সংরক্ষণে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেসকল কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করবে। এ নীতির মূল উপাদানসমূহে বর্ণিত কৌশল অনুযায়ী খাত ভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসায় সংগঠন লিখিত প্রতিবেদন তৈরী করে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কাছে উপস্থাপন করবে।

এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সংগঠন ভোক্তা ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের উৎসাহিত করবে। সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের প্রতিবেদন বিভিন্ন পদ্ধতিতে হতে পারে ঃ

- প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদনে "শিশুদের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম" পৃথকভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বর্ণিত মূলনীতি ও কৌশলের আলোকে শিল্প ও ব্যবসায় কার্যক্রমের অগ্রগতি ও সীমাবদ্ধতার প্রতিফলন থাকবে।
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ ভোক্তা ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়মিতভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত শিশুদের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে।

১৩ . পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা ঃ

এ নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষে রাষ্ট্র পর্যাপ্ত গবেষণা, প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণের ব্যবস্থা করবে। শিশুদের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা বাস্তবায়ন কাউন্সিল এ নীতির অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে। কাউন্সিল সিএসআর চর্চার পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে ঃ

১. সাপ্লাই চেইনে শিশুদের উপর সিএসআর কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন করবে।

২. প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সিএসআর কার্যক্রম মূল্যায়নে একটি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে।

৩. কাউন্সিল পরিবীক্ষণের আলোকে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে।

৪. কাউন্সিল সিএসআর চর্চা প্রসারে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৫. কাউন্সিল শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর কার্যক্রমের ইতিবাচক চর্চার প্রভাবসমূহ নিয়মিতভাবে প্রকাশ করবে।

১৪ . আইন ও বিধি প্রণয়ন ঃ

এ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষে রাষ্ট্র প্রয়োজনে আইন ও বিধি প্রণয়ন বা প্রচলিত আইন, বিধি বা নির্দেশিকা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। নতুন আইন, বিধি ও নির্দেশিকা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এ নীতিমালার দিক নির্দেশনাসমূহের প্রতিফলন থাকবে।

১৫ . উপসংহার ঃ

সমাজের সকল স্তরের সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্রের পাশাপাশি ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এ নীতি অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। এ নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের জনগণের মধ্যে শিশুদের জন্য ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা চর্চার একটি সমন্বিত ক্ষেত্র ও সংস্কৃতি তৈরি হবে। ব্যবসায়ী সমাজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নৈতিকতা ও শিশু অধিকার ভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসা পরিচালনার স্বীকৃতি পাবে যা তাদের ব্যবসায়ের সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবে। সর্বোপরি এ নীতি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক হবে।

সমাপ্ত